সঞ্চয়

island securities ltd

আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড

www.isictg.com

TREC Holder : CSE-05 & DSE-106

Corporate Office :

Faruk Chamber (4th & 6th Floor) 1403, Sk Mujib Road, Chowmuhoni, Agrabd
Chattogram, Bangladesh.
Tel : 711220, 712455 , 252668-19
Cell : 01730042916, 01730042900
E-mail:islandctg@yahoo.com
islandctg@gmail.com
Web : www.islctg.com

Corporate Extension Office :

Akhtaruzzaman Center,
(Level-7) Agrabad C/A,
Chattogram, Bangladesh .
Ph : 031- 2510766, 2510767, 2510768
Cell : 01730042930

Dhaka Zonal Office :

Sky View Ocean, Suit B2 (2nd Floor)
38 Segunbagicha, Dhaka
Phone : - 02-8391115-8
Mobiile : 01730042904, 01730042920

Internet trading is no more a dream. It is a reality.

Call us for Registration, Cell No - 01730702118

Compliance 1st and trade volume next

ভালো শেয়ারে বিনিয়োগ অন্যান্য বিনিয়োগ থেকে বেশি লাভজনক।

island securities ltd

www.islctg.com island securities ltd

সূচীপত্র

১. কেন সঞ্চয় করতে হবে ------------------------------------০২
২. সঞ্চয় তাত্ত্বিক ধারণা --০২
৩. সঞ্চয় সহায়ক জীবন ধারা --------------------------------০৩
৪. সঞ্চয় সংস্কৃতি (savings culture) --------------------০৩
৫. সঞ্চয়ের নিয়মনীতি --০৪
৬. সঞ্চয় একটি খরচ !---------------------------------------০৪
৭. সঞ্চয় কোথায় জমা রাখবেন ------------------------------০৫
৮. বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সঞ্চয় এর উর্ধ্বে চিন্তা করুন ------০৫
৯. এক ব্যক্তির আর্থিক জীবনের পর্যায়ক্রমিক অধ্যায় -------০৬
১০. আয় এর একাধিক উৎস-----------------------------------০৬
১১. আর্থিক পরিকল্পনা --০৭
১২. বিনিয়োগ কি ? ---০৭
১৩. বিনিয়োগের স্তম্ভ ---০৮
১৪. বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ -------------------------------------০৮
১৫. বিনিয়োগের ঝুঁকি---০৯
১৬. সহজলভ্য কয়েকটি বিনিয়োগখাত --------------------০৯
১৭. Miracle of compounding (যৌগিক অলৌকিক ঘটনা) ----১১
১৮. সঞ্চয় বিনিয়োগের অন্যতম খাত পুঁজিবাজার-----------১৩
১৯. সঞ্চয় বৃদ্ধির কয়েকটি দিক নির্দেশনা --------------------১৪
২০ . Earning While Learning-------------------------১৫
২১. শেয়ার বাজারের ABC---------------------------------১৭

গ্রন্থস্বত্ব
আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড।

সম্পাদনায় :
আব্দুল্লাহ আল মামুন
০১৭৩০-৭০২১৬১

বার্তা সম্পাদক :
মনসুর মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন
০১৭৩০-৭০২১১৩

সহযোগিতায় :
এস এম মেহেরুজ্জামান আদিল
০১৭৩০-৭০২১১০

মূল্য ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

প্রকাশকাল : জুলাই,২০১৯

মুদ্রণ ঃ **রংধনু** , চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮৩৩০০৫৪৮১, ০১৭১৫১৮৩৮৪৪

সঞ্চয়

আপনি যতটুকু আয় করবেন বা যে টাকা আপনার হাতে আসবে তার থেকে কম ব্যয় করে বাকি অংশটুকু সরিয়ে রাখার নামই সঞ্চয়। আর্থিক সঞ্চয় একটি অভ্যাস এর নাম। এটি একটি ভালো স্বভাব। ছাত্রজীবনই হলো সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ সময়। সঞ্চয়কে সফলতার চাবিকাঠি ধরা যায়।

০১. কেন সঞ্চয় করতে হবে?

- অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সঞ্চয়।
- সকলের জীবনে একটা সময় আসবে যখন আয় রোজগার করার সামর্থ থাকবেনা কিন্তু নিয়মিত ব্যয় হতে থাকবে।
- প্রত্যেকের জীবন চক্রে একটা সময় বাড়তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন সন্তানের উচ্চ শিক্ষা, বিয়ে শাদি, বড় কোন ধরণের চিকিৎসা ব্যয় ইত্যাদি।
- স্বপ্নের বাড়ি-গাড়ি বা ফ্লাট এর মালিক হতে হলে আগে ভাগে সঞ্চয় চাই।
- আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন।
- পারিবারিক পরিমন্ডলে স্বাধীন হতে হলে সঞ্চয়ী হতে হয়।
- ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন।

০২. সঞ্চয় তাত্ত্বিক ধারণা

সঞ্চয় একটি বহুমাত্রিক বিষয়। অর্থ সঞ্চয়, শক্তি সঞ্চয় আরো কত কি? সঞ্চয় তত্ত্বে প্রকৃতি, প্রাণিজগত ও মানুষ সকলেই যুক্ত। সকল সৃষ্টি এর সুফল পেয়ে থাকে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও সঞ্চয় তত্ত্ব আমাদের শিখিয়ে থাকেন। একটু ভাবলে দেখা যাবে সঞ্চয় চক্র আমাদের চার পাশে বিরাজমান। আল্লাহ মেঘমালার মধ্যে পানি জমিয়ে রাখেন। পরে বায়ুকে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় স্থানে মেঘকে নিয়ে প্রয়োজনমতো বৃষ্টির মাধ্যমে পানিকে ফিরিয়ে দেন। বাতাসের মাধ্যমে মেঘ শুষ্ক ভূমির উপর বৃষ্টি আকারে পানি বর্ষণ করে। স্রষ্টার সৃষ্টি থেকেই মানুষ সম্ভবত সঞ্চয়তত্ত্বের ধারণা পেয়ে থাকতে পারে। প্রকৃতিতে উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুতে বরফ আকারে পানি জমিয়ে রাখছে। সাগরের জলরাশির পরিমাণ কমে গেলে তাপমাত্রা বাড়িয়ে সেই বরফ থেকে পরিমাণ মত পানি ছেড়ে দিয়ে সাগরের পানির উচ্চতার ভারসাম্য রক্ষা করে। এরকম আরো অনেক কিছুর উদাহরণ দেয়া যায়।

সৃষ্টিকর্তা জীবজন্তু ও গাছ-পালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, ঝর্ণা, জলাসা ইত্যাদিতে প্রয়োজন মতো পানি ধরে রাখেন। প্রাণিকুলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য জলে স্থলে বিভিন্ন ভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ইহাও এক ধরণের সঞ্চয় তত্ত্ব। আর্থিক সঞ্চয় ছাড়া ও সঞ্চয় ত্বত্তের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আশে-পাশে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ ধারণা যারা বেশি আয় করেন শুধু তারাই কেবল আর্থিক সঞ্চয় করবেন। এই ধারণা সঠিক নয়। মানুষ একটি সময় সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্পদ গড়ে তুলে অর্থাৎ সম্পদ গড়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে সেই জীবনে সঞ্চিত সঞ্চয় এর বিনিয়োগ থেকে মানুষ আয় করে থাকে। এমনটি করতে পারলে জীবনে স্বচ্ছলতা ও সফলতা আসবে। আমাদের মত দেশে সঞ্চয় অনেকটা উপেক্ষিত বিষয়।

০৩. সঞ্চয় সহায়ক জীবনধারা

ওয়ারেন বাফেট বলেন " আপনার যা প্রয়োজন নেই তা যদি আপনি ক্রয় করেন তাহলে খুব শীঘ্রই আপনার যা প্রয়োজন তা আপনাকে বিক্রয় করতে হবে।" সঞ্চয়ের জন্য যে ধরণের জীবনযাপন সহায়ক আমাদের সেইভাবে জীবনযাপন করা উচিত। অতিরিক্ত খরচ, অপব্যয়, অপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় এর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাহলে সঞ্চয় গড়ে উঠবে। সরকারি রাজস্ব অর্থাৎ আয়কর নীতি নির্ধারণের সময় ব্যক্তির হাতে সঞ্চয় উৎসাহিত হয় এমন নিয়মনীতি থাকা বাঞ্চনীয়।

০৪. সঞ্চয় সংস্কৃতি (savings culture)

সঞ্চয়কে একটি সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে সম্পৃক্ত করতে হবে। চাইলে সকল পেশার সকল উপার্জনকারী ছাত্র-গৃহিনী সকলেই সঞ্চয় করতে পারেন। যারা নিয়মিত সঞ্চয় করেন তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যাদের আয় নেই তারা খরচ কমিয়ে সঞ্চয় করতে পারেন। আমাদের এতদ্ব অঞ্চলে সঞ্চয় ভাঙ্গিয়ে ভোগ বিলাস দ্রব্য ক্রয় করতে দেখা যায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে তার সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানে তারা লোন করে আসবাবপত্র, বাড়ি, গাড়ি কিনে এবং পরে সেই লোন চড়া সুদসহ শোধ করে। এভাবে তারা জীবন যাপনে ভীষণ মানসিক চাপে থাকে। এটি মানুষকে অনৈতিক আয় করতে প্রলোভিত করে। সুদ ভিত্তিক ক্রেডিট নির্ভর সমাজ মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার উপাদান হতে পারেনা।

এক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেটি একদমই সঞ্চয় সহায়ক নয়। ক্রেডিট কার্ড এর প্রচলন বিদেশে অনেক বেশি। সম্প্রতি আমাদের দেশেও এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বুদ্ধিমানদের কাজ হবে ক্রেডিট কার্ড যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া।

০৫. সঞ্চয়ের নিয়মনীতি

- আয় যাহাই হোক নিয়মিত সঞ্চয় এর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- সঞ্চয় খাতকে ব্যয় খাতের মত অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- সঞ্চয়কে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- সঞ্চয়কে যৌক্তিকভাবে নিরাপদ ও লাভজনক ভাবে বিনিয়োগ করতে হবে।
- সঞ্চয় সময়মত সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং একটা সময়ান্তর মূল্যায়নের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- মুদ্রাস্ফীতির কুফল থেকে সঞ্চয়কে রক্ষা করার নিয়ম জানতে হবে।

০৬. সঞ্চয় একটি খরচ !

সঞ্চয়ের একটি সৃজনী পদ্ধতি হলো সঞ্চয়কে ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার খরচ, ঘর ভাড়া, যাতায়াত, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির মত একটি খরচের খাত হিসেবে ধরে নিতে হবে। এ উপায়ে সঞ্চয় যদি মূল খরচের বাজেটের একটি অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকে তাহলে নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় করা সম্ভব হবে। ধরুণ আপনার মাসিক আয় ২৫,০০০ টাকা এবং মাসিক খরচ ২৪,০০০ টাকা, হাতে থাকল ১,০০০ টাকা। আপনি ২,০০০ টাকা সঞ্চয় খরচ হিসেবে বরাদ্ধ রাখতে চাইলে এমতাবস্থায় আপনি দুটি কাজ করতে পারেন। একটি হলো অন্য খাতের ১০০০ টাকার খরচ কমিয়ে ২০০০ টাকা সঞ্চয় ঠিক রাখা। অথবা বাড়তি ১০০০ টাকা সঞ্চয় করার জন্য বাড়তি আয় এর উপায় খোঁজা। বাড়তি আয় করতে পারলে সেটা সঞ্চয় হবে। এই উপায়ে আপনি শুধু সঞ্চয়ই করছেন না বরং নতুন ভাবে আয় বাড়ানোর একটি উপায় আপনার চিন্তা চেতনায় যোগ হবে।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধনী ব্যক্তি ওয়ারেন এডওয়ার্ড বাফেট সঞ্চয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন " খরচের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সঞ্চয় না করে বরং সঞ্চয়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা খরচ করেন।" অর্থাৎ আপনার

পরিকল্পিত ১/২/৩ হাজার টাকা সঞ্চয়কে আয়ের টাকা থেকে বাদ দিয়ে যা থাকে তা দিয়ে পরিবারের সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন। তাহলে নিয়মিত সঞ্চয় হতে থাকবে। এটি একটি পরিক্ষীত মতবাদ। উল্লেখ করা যায় ওয়ারেন এডওয়ার্ড বাফেট এর বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ৮,১২২ কোটি মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় ৬,৮২,২০০ কোটি টাকা (১ ডলার ৮৪ টাকা হিসাবে)। সূত্র-প্রথম আলো,৭ জুলাই ২০১৮।

০৭. সঞ্চয় কোথায় জমা রাখবেন ?

- সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখবেন। হোকনা সেটা মাটির ব্যাংক।
- আপনার নিয়ন্ত্রণ নাই এমন স্থানে সঞ্চয় জমা ও বিনিয়োগ করবেন না। অনেকে কষ্টার্জিত সঞ্চয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কে ব্যবসা করার জন্য পুঁজি দেন। এটি নিরাপদ নয়। লাভ নাও পেতে পারেন এমনকি আসলও হাতছাড়া হতে পারে। সেই সাথে সম্পর্কও নষ্ট হতে পারে।

০৮. বিশেষ উদ্দেশ্যে সঞ্চয় এর উর্ধ্বে চিন্তা করুন

সঞ্চয় করেনা এমন মানুষ খুব কম কিন্তু সঞ্চয়গুলো বেশির ভাগ হচ্ছে একটি উদ্দেশ্য পুরণের সঞ্চয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর সেই সঞ্চয় এর প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। ধরুণ আপনি টাকা জমাতে শুরু করলেন একটি ক্রিকেট ব্যাট কেনার জন্যে। যখন আপনার হাতে ব্যাট কেনার সমপরিমাণ টাকা জমা হলো আপনি পছন্দের ব্যাটটি কিনলেন এরপর আপনার সঞ্চয় চলমান থাকবে কি ? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের নতুন কিছু কেনার দরকার হচ্ছে। এই ধরণের সঞ্চয়কে ঠিক সঞ্চয় বলে গণ্য করা যায় না। আমাদের উদ্দেশ্যমূলক সঞ্চয়ের উর্ধ্বে চিন্তা করতে হবে। আপনার বয়স, পেশা, আয় যাহাই হোক না কেন নিয়মিত সঞ্চয় করতে হবে। সঞ্চয়ের মূল উদ্দেশ্য তখনি সাধিত হবে যখন সঞ্চয়ের অর্থকে অন্য সম্পদে রুপান্তর করা হবে। এই রুপান্তরের নাম বিনিয়োগ। মনে রাখতে হবে বিনিয়োগ হতে হবে নিরাপদ ও লাভজনক। সকল ধরণের বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মকানুন ও আছে।

০৯. এক ব্যক্তির আর্থিক জীবনের পর্যায়ক্রমিক অধ্যায়

- ছাত্র জীবন-স্কুল সময়কাল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সময়কাল
- প্রারম্ভিক পেশা
- পারিবারিক জীবন
- পেশাগত উন্নয়ন ও পারিবারিক সুরক্ষা
- অবসর পূর্ব সর্বোচ্চ উপার্জনের বছর সমূহ
- সক্রিয় অবসর
- নিষ্ক্রিয় অবসর

১০. আয় এর একাধিক উৎস

প্রত্যেকেরই আয়ের একটি প্রধান উৎস থাকে। কারো সরকারি চাকুরি, কারো বেসরকারি চাকুরি, কারো চালের ব্যবসা, কারো ঔষধের দোকান ইত্যাদি। প্রধান আয়ের উৎসের পাশাপাশি ছোটখাটো আরেকটি উৎস থাকা বাঞ্চণীয়। চাকুরিজীবিরা ছোটখাটো ব্যবসা করতে পারেন। টিউশনি অথবা প্রাইভেট কোচিং করতে পারেন, গবেষণা করতে পারেন, লেখালেখি করতে পারেন, পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে পারেন, বন্ধের দিনে পার্ট টাইম চাকুরি করতে পারেন। চালের ব্যবসায়ী মৌসুমি ফল, ডাল, মরিচ, সুপারীর ব্যবসা করা যায় কি-না দেখতে পারেন। চাকুরিজীবি হোক, ব্যবসায়ী হোক নিজস্ব জায়গা-জমি পুকুর থাকলে আয়ের প্রধান উৎসের পাশাপাশি আরেকটি উৎস বের করতে পারেন।

- কৃষি কাজ, নার্সারি ও সবজির বাগান করতে পারেন।
- গরুর খামার করা যেতে পারে।
- পুকুরে মাছের খামার করা যেতে পারে।
- বাড়িতে পাখি পালন করা যেতে পারে অথবা মাশরুম চাষ করা যায়।
- হাঁস মুরগির খামার করতে পারেন। টার্কি ও তিথির পালন করতে পারেন। এখন অনেক বাড়িতে কোয়েল পাখিও পালন করতে দেখা যায়। এটি খুব লাভজনক।

কেবলমাত্র একটি উৎস থেকে আয় আসলে আর্থিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকে। সঞ্চয়ও হুমকিতে থাকে। প্রত্যেকের উচিত আয়ের একাধিক উৎস হাতে রাখা। কোন কারণে প্রধান আয়ের উৎস ব্যাহত হলে বড় বিপদের

হাত থেকেকিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যাবে। সঞ্চয়ও হতে পারে এক ধরণের নিরাপত্তার উৎস। সঞ্চিত সম্পদ পরিকল্পিত বিনিয়োগে থাকলে ঘুরে দাড়াঁনো সহজ হয়।

১১. আর্থিক পরিকল্পনা

পরিকল্পনার অর্থ হলো কি পরিমাণ অর্থ কোন খাতে কত দিনের জন্য বিনিয়োগ করবেন। কতদিন পর এর যথার্থতা মূল্যায়ন করবেন। ভবিষ্যতের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা নাই। আমি ছাত্র, আমার আয় কম ইত্যাদি অজুহাতে আর্থিক পরিকল্পনা ফেলে রাখা ঠিক নয়। একটি উত্তম আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের আর্থিক সফলতার সহজ রাস্তা তৈয়ি করা যায়। স্বপ্ন বা লক্ষ্য অর্জন করতে হয় একটি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা ও এর ধাপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আবার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিভিন্ন বাধাঁর সাথে প্রতিনিয়ত সমন্বয় করে চলতে হয়। বাধা আসলে থেমে না গিয়ে সমন্বয় করাই হলো উত্তম পন্থা । সঠিক সমন্বয় হলো আর্থিক পরিকল্পনার সফলতার চাবিকাঠি। তবে মনে রাখা দরকার আর্থিক পরিকল্পনা একটি চলমান প্রক্রিয়া এটি বিনিয়োগ পণ্য নয়। বিনিয়োগ উপায়, বিনিয়োগ কৌশল মাত্র।

১২. বিনিয়োগ কি

- বিনিয়োগ হলো সঞ্চয়কে বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া। সঞ্চয়কে আরো বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রক্রিয়া।
- প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি সঞ্চয়ে ব্যবহারকেই বিনিয়োগ বলে।
- বিনিয়োগ পণ্য উৎপাদনে বা সেবা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- বিনিয়োগ ছোট বড় নানা ধরণের হতে পারে।
- বড় ধরণের বিনিয়োগে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।
- বিনিয়োগ ব্যক্তিরও হতে পারে, প্রতিষ্ঠানেরও হতে পারে এমনকি সরকারেরও হতে পারে।
- সকল ধরণের বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। জীবন চক্রে ঝুঁকি না নেওয়াটাই বড় ঝুঁকি।
- সাধারণত জমিজমা, ঘরবাড়ি, ব্যাংকে মেয়াদি আমানত, সঞ্চয়পত্র ক্রয় ইত্যাদি এক ধরণের বিনিয়োগ।

যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করে এবং বুঝে শুনে বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয়কে ক্রমবর্ধিত করা সম্ভব। জ্ঞান অর্জনের অর্থ হলো কত ধরণের বিনিয়োগ দেশে আছে তা জেনে নেওয়া ও বুঝে নেওয়া। কোনটি নিজের জন্য নিরাপদ ও লাভজনক তা নির্ণয় করার সক্ষমতা অর্জন করা। বই পড়ে বিনিয়োগের ধারণা পাওয়া যাবে। কিন্তু বিনিয়োগ শিখতে হলে হাতে কলমে অল্প অল্প করে বিনিয়োগ করতে হবে।

১৩. বিনিয়োগের স্তম্ভ

১) তারল্য- কত সহজে এবং কম সময়ে বিনিয়োগকৃত সম্পদ নগদে রূপান্তর করা সম্ভব তা নির্দেশ করে। অর্থাৎ চাইলে বিনিয়োগকে প্রতিযোগিতা মূল্যে সহজে টাকায় রুপান্তর করা যায়।

২) নিরাপত্তা- বিনিয়োগের ঝুঁকি নির্দেশ করে। মূল বিনিয়োগ ফেরৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা। মালিকানা যেন হাত ছাড়া না হয় তার নিশ্চয়তা।

৩) আয় বা বৃদ্ধি- বিনিয়োগ থেকে বিনিয়োগের অতিরিক্ত বাড়তি আয় আসার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৪. বিনিয়োগের ক্ষেত্র সমূহ

সঞ্চিত অর্থ নিম্নের যে কোনটিতে বিনিয়োগ করতে পারেন :

অর্থবাজার	সরকারি ঋণদ্রব্য	পুঁজিবাজার	বীমা
❖ সঞ্চয়ী হিসাব	❖ ট্রেজারী বন্ড	❖ শেয়ার	❖ বিভিন্ন ধরনের বীমা পলিসি
❖ স্বল্পমেয়াদি আমানত	❖ পোস্টাল সঞ্চয়ী স্কীম	❖ মিউচুয়াল ফান্ড	
❖ স্থায়ী আমানত	❖ জাতীয় সঞ্চয়পত্র	❖ ঋণপত্র	
❖ পেনশন হিসাব	❖ ওয়েজ আর্নার্স বন্ড	❖ এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড	
❖ ইসলামিক সঞ্চয়ী হিসাব	❖ অন্যান্য স্কীম	❖ সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটিজ	
❖ অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাব		❖ অন্যান্য স্ট্রাকচার্ড প্রোডাক্ট	
		❖ সুকুক বা ইসলামিক বন্ড	
		❖ অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	

১৫. বিনিয়োগের ঝুঁকি

যে কোন ধরণের বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। তবে সব ধরণের বিনিয়োগ ঝুঁকি এক নয়। বিনিয়োগ ঝুঁকি কমানোর কৌশলও আছে। সকল বিনিয়োগকারী একই ধরণের ঝুঁকি বহন করতে পারেনা। বিনিয়োগ ঝুঁকির সাথে বিনিয়োগের আয় সম্পর্কযুক্ত। প্রশ্ন জাগতে পারে কেন সবাই একই ধরণের ঝুঁকি নিতে পারে না ? সঞ্চয়কারীর আয়ের উৎস, পরিমাণ, এর প্রবাহ ও বয়স বিবেচনা করে বিনিয়োগ ঝুঁকি মাপতে হয়। বয়স ও আয়ভেদে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা কম বেশি হতে পারে। বিনিয়োগ থেকে আয় প্রত্যাশা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। বর্তমান অর্থনীতিতেও বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগখাত রয়েছে। যে খাতে বিনিয়োগের লাভ বেশি এবং ঝুঁকির পরিমাণ কম সে খাতে বিনিয়োগ করা শ্রেয়। পুরো সঞ্চয় এক খাতে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। কম লাভে বেশি ঝুঁকি নেওয়া বোকামি। বিনিয়োগের সময়কাল দীর্ঘ হলে ঝুঁকির পরিমাণ সাধারণত কম হয়। সময়ের সাথে অথবা অর্থনীতির গতি প্রকৃতির সাথে পোর্টফোলিও ঝুঁকির মাত্রা পরিবর্তন হতে দেখা যায়। পোর্টফোলিও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময় এটি মনে রাখতে হবে।

১৬. সহজলভ্য কয়েকটি বিনিয়োগ খাত

বন্ড ঃ বন্ড ঋণপণ্য এর অন্তর্ভূক্ত। বন্ড সরকারি বা বেসরকারি উভয় হতে পারে। বন্ড ইস্যু করে সরকার বা বিভিন্ন কোম্পানি ফান্ড যোগাড় করে তাদের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করে। বন্ডে বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ বা লাভ পায়।

সুকুক বা ইসলামিক বন্ড : সুকুক বা ইসলামিক বন্ডে যারা বিনিয়োগ করবেন তারা মেয়াদ শেষে টাকা ফেরৎ পাবেন। প্রতি বছর এই ফান্ডের আয় থেকে আনুমানিক হারে লাভ পাবেন। সাধারণ বন্ড এর মতো পূর্ব নির্ধারিত হারে লাভ পাবে না। এটি এক ধরণের অংশীদারি ব্যবসার মতো।

বীমা ঃ বীমা এক ধরণের পণ্য। নির্দিষ্ট কিস্তির বিনিময়ে জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ঝুঁকি কিনে নেয়। এটি জীবন ও সম্পদ উভয়ের উপর হতে পারে। জীবন বীমা একদিকে জীবন ঝুঁকির হাতিয়ার অন্যদিকে এক ধরণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। আমাদের দেশে ৩০টি জীবন বীমা কোম্পানি আছে। নিজের আয়ের উৎস জীবন বীমা ঝুঁকি বিবেচনা করে বীমা পলিসি ক্রয় করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরণের বীমা পলিসি আছে। সম্পূর্ণ না বুঝে বীমা পলিসি নেওয়া ঠিক নয়।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড : মিউচ্যুয়াল ফান্ড এক ধরনের যৌথ বিনিয়োগ (Collective) স্কীম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর প্রচলন আছে। বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান কয়েকটি কোম্পানীর শেয়ারকে একত্র করে একক ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও গঠন করে। সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জের মিউচ্যুয়াল ফান্ড রুলস ২০১২ মোতাবেক এই ফান্ড অনুমোদন ও পরিচালিত হয়। প্রতিটি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য একজন উদ্যোক্তা, একজন ট্রাস্টি, ফান্ড ম্যানেজার এবং হেফাজতকারী প্রয়োজন। এদের প্রত্যেককে রুলস মেনে চলতে হবে। মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি কম। নতুন বিনিয়োগকারীর জন্য এটি বেশ নিরাপদ। বর্তমানে আমাদের দেশে ৩৭ টি মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে আছে। কম টাকা বিনিয়োগকারীদের জন্য মিউচ্যুয়াল ফান্ড নিরাপদ এবং লাভজনক। মিউচ্যুয়াল ফান্ড যারা পরিচালনা করেন তাদের অভিজ্ঞতা যে কোন বিনিয়োগকারীর থেকে ভালো। অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজার মিউচ্যুয়াল ফান্ড পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশে নয়টি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আছে। বেশ কয়েকটি বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড আছে। তালিকাভূক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড যে কোন ব্রোকার এর মাধ্যমে ক্রয় করা যায়। তবে বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড শুধুমাত্র এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি থেকে ক্রয় ও বিক্রয় করা যায়।

শেয়ার ঃ সঞ্চয় যাই হোক, যেখানে রাখা হোক না কেন একে বিনিয়োগ করতে হবে। অনেকেই আছে সঞ্চয় ব্যাংকে বা পোষ্ট অফিসে সঞ্চয় হিসেবে রেখে দিয়েছে। এই খাত বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরাপদ কিন্তু মূদ্রাস্ফীতির তুলনায় লাভজনক কিনা তাহা কম বিনিয়োগকারীই মূল্যায়ন করে থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এ্যাসোসিয়েশান, ক্লাব জাতীয় সংগঠন ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখাকে একমাত্র উপায় বলে মনে করে থাকেন।

এক কথায় সঞ্চয় যাই হোক তাকে পরিকল্পিত ভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও লাভজনক উভয় বিবেচনা করে নিতে হবে। অধিক ঝুঁকি অধিক লাভের লোভ সংবরণ করে বিনিয়োগ খাত ও বিনিয়োগের খাতওয়ারি পরিমাণ ঠিক করতে হবে। আমাদের দেশে বিনিয়োকারীদের আর্থিক সাধারণ ধারণা খুব কম এবং এই ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বললেই চলে। এই ধারার পরিবর্তন হওয়া উচিত। বাংলাদেশ সরকারের সঞ্চয় ব্যুরো

নামের অধিদপ্তর আছে। লোকবলও আছে। চোখে পড়ার মতো কার্যক্রম চালায় বলে মনে হয়না।

পোস্টাল সঞ্চয় হিসাব, বিভিন্ন মেয়াদি আমানত, জাতীয় সঞ্চয়পত্র, ব্যাংকে সঞ্চয় হিসাব, জমি ক্রয়, ফ্লাট ক্রয়, স্বর্ণ ক্রয়, তালিকাভূক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি জায়গায় সঞ্চয় বিনিয়োগ করা যায়। কার জন্য কোনটি সহজলভ্য ও ঝুঁকি ঝামেলামুক্ত, নিরাপদ ও লাভজনক তাহা বিবেচনায় নিতে হবে। এই ব্যাপারে অভিজ্ঞদের পরামর্শ দরকার হতে পারে। সঞ্চয় যাই হোক বিনিয়োগে ভুল সিদ্ধান্ত হলে অর্থ ও সুখ-শান্তি উভয়ই বিঘ্নিত হতে পারে। প্রতি জেলায় সরকারের সঞ্চয় বুরো এর অফিস আছে। তাহারা দেশের প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রসায় সভা সমাবেশ এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সঞ্চয়ের প্রাথমিক জ্ঞান দিতে পারে। শিক্ষকদের এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এক কথায় স্বাধীনতার পর বিগত বৎসরগুলোতে সঞ্চয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যেভাবে চলছে তাকে সেইভাবে না চালিয়ে নতুনভাবে যুগোপযোগী করে চালাতে হবে।

১৭. Miracle of compounding (যৌগিক অলৌকিক ঘটনা)

Scenario A :

রফিক সাহেব ৩৫ বছর বয়সে টাকা জমানো শুরু করল এবং ৪৫ বছর বয়সে তার ২ (দুই) লাখ টাকা জমা হলো। তিনি সেই টাকা ব্যাংকে ৭% Interest Rate এ স্থায়ী আমানত এ বিনিয়োগ করলেন ২০ বছরের জন্য। এখন আসুন দেখি এই টাকা দিগুণ হতে কত দিন লাগে। এর জন্য আমরা " Rule of 70" এর সাহায্য নেব। এটি হচ্ছে অর্থনীতির একটি পদ্ধতি, যে পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বিনিয়োগ কতদিনে দ্বিগুণ হবে তা নির্ণয় করা যায়।

Rule of 70 : Number of years to Double = 70 ÷ Percentage of growth 7% interest

৭% এ বিনিয়োকৃত টাকা দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে (৭০ ÷ ৭) = ১০ বছর

যেহেতু ২০ বছরের জন্য বিনিয়োগ করবেন সেহেতু টাকা দ্বিগুণ হবে ২ বার। ২ লাখ x ২ = ৪ লাখ x ২ = ৮ লাখ। অর্থাৎ ৬৫ বছর বয়সে যখন তিনি অবসর নিবেন টাকার পরিমাণ হবে ৮ লাখ টাকা।

Scenario B :

এবার আসুন আমরা পুরো জিনিসটাকে একটু ভিন্নভাবে দেখি।

রফিক সাহেব ২০ বছর বয়সে সঞ্চয় করা শুরু করল এবং ৩৫ বছর বয়সে ২ লাখ টাকা জমা করল।

সেই টাকা ৭% Interest Rate এ স্থায়ী আমানত এ বিনিয়োগ করলেন ৩০ বছরের জন্য, কারণ অবসর নিবেন ৬৫ বছর বয়সে।

Rule of ৭০ অনুযায়ী টাকা দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে ১০ বছর। যেহেতু ৩০ বছরের জন্য বিনিয়োগ করবেন সেহেতু টাকা দ্বিগুণ হবে ৩ বার।

২ লাখ x ২ = ৪ লাখ x ২ = ৮ লাখ x ২ = ১৬ লাখ টাকা।

A এবং B এর পার্থক্য হচ্ছে (১৬ লাখ - ৮ লাখ) ৮ লাখ টাকা। কিভাবে সম্ভব? এটি হচ্ছে Miracle of compounding (যৌগিক অলৌকিক ঘটনা)। শেষের দ্বিগুনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উপরের দুটি Scenario A এবং B সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার উপকারিতা দেখায়।

Scenario B আমাদেরকে জীবন শুরুর দিকে অর্থাৎ যত আগাম সম্ভব ততো আগে সঞ্চয়ের গুরুত্ব কত তা দেখাচ্ছে।

Scenario A এবং B এর সবকিছুই একই শুধু রফিক সাহেব ১০ বছর আগে সমপরিমাণ টাকা জমিয়েছেন যার দরুণ ১০ বছর আগে বিনিয়োগ করতে পেরেছেন এবং টাকা দ্বিগুণ করার সময়ও বেশি পেয়েছেন। এই ধরণের বিনিয়োগ হচ্ছে অর্থবাজারের অন্তর্ভূক্ত। এর বাইরে আছে ঋণদ্রব্য, পুঁজিবাজার, বীমা, জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়, স্বর্ণ ক্রয়, তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

Scenario C :

২০১১'তে যদি কোন সঞ্চয়কারী ১২০৬ টাকা দরে ২৫ টি রেনেটা কোম্পানির শেয়ার ৩০,১৫০ টাকা দিয়ে ক্রয় করেন এবং শেয়ারগুলো বিক্রয় না করে ২০১৮ সন পর্যন্ত রেখে দেন তাহলে তার স্টক বোনাস সহ শেয়ার সংখ্যা হবে ৭৬ টি। কোম্পানি নগদ লাভ এর পরিবর্তে শেয়ার দেওয়ায় শেয়ারের সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৭৬টি হয়ে যায়। প্রতিটি শেয়ার ১,১৭০ টাকা হিসেবে (১১.০৬.২০১৮ তারিখে) ৭৬টি শেয়ারের মূল্য হবে ৮৮,৯২০ টাকা। ৮ বছরে ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেয়েছেন ৩,৩৪৯ টাকা। যদি ১১.০৬.২০১৮ তারিখে শেয়ার গুলো বিক্রি করেন তাহলে তার লাভ হবে

৬২,১১৯ টাকা (৮৮,৯২০+৩,৩৪৯-৩০১৫০)। সঞ্চয়কারীর শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকৃত টাকা তিনগুণ হতে সময় লাগছে ৮ বছর। দীর্ঘমেয়াদে ভালো কোম্পানির শেয়ারে বিয়োগ করে লাভবান হওয়া যায়। শেয়ারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভালো কোম্পানির শেয়ার যৌক্তিক মূল্যে সঠিক সময়ে ক্রয় করতে পারলে এই ধরণের লাভ হয়।

১৮. সঞ্চয় বিনিয়োগের অন্যতম খাত পুঁজিবাজার

আমাদের দেশে শেয়ার বাজার নূতন না হলেও জনগণের কাছে এর পরিচিতি তেমন নাই। যৎসামান্য যা আছে তাহাও আবার নেতিবাচক । শেয়ার বাজার মানে টাকা হারানোর জায়গা। সরকারের কেউ কেউ একে ফটকা বাজার ও জুয়ার কোট বলতে দেখা গেছে। কেউ একে **"জিরো সাম গেইম"** বলে থাকেন। অর্থাৎ একজনের লাভ অন্যজনের লোকসান । এদের মতে শেয়ার বাজারে দেশ বা সমাজের জন্য কিছুই নাই। এদের ধারণা শেয়ার বাজার অর্থনীতিতে কোন অবদান রাখেনা। এমতাবস্থায় সঞ্চয়কে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে আনা কল্পনা করা যায় কি? সকল জনগণের সঞ্চয় একখাতে বিনিয়োগ করা যায়না । সঞ্চয়কারীদের বিনিয়োগের ভিন্ন ভিন্ন অপশন জানা থাকতে হবে। শেয়ার বাজার কি,এখানে কি কি পণ্যে বিনিয়োগ করা যায় কেমন করে করা যায় ইত্যাদি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শোনা সকলেরই প্রয়োজন।

শেয়ার হল ব্যাংক বীমা বড় বড় তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানার অংশ। একটি প্রতিষ্ঠানের মূলধনকে ১০ টাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বাটা কোম্পানী, ক্রাউন সিমেন্ট, স্কয়ার ফার্মা, জিপিএইচ ইস্পাত কোম্পানীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শেয়ার কোম্পানি থেকে একেবারে সরাসরি কেনা যায়। পরবর্তীতে আগে যারা ক্রয় করেছে তাদের কাছ থেকে কেনা যায়। সরাসরি কেনাকে আইপিও বলা হয়। দ্বিতীয়টাকে সেকেন্ডারী মার্কেট থেকে ক্রয় বলা হয়। সেকেন্ডারী মার্কেট পরিচালনা করে থাকেন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। শেয়ার চাহিদা ও সরবরাহ অনুসারে প্রতিদিন দরের উঠানামা হতে দেখা যায়। সরকারি ও বেসরকারী টিভিতে বিভিন্ন শেয়ার এর দৈনিক বাজার দর দেখানো হয়। দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়মিত শেয়ার দর, বিক্রয় পরিমাণ

ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকেন। শেয়ারে বিনিয়োগ করতে হলে ডিএসই/সিএসই এর তালিকাভূক্ত যে কোন ব্রোকারেজ হাউজে বিও হিসাব খুলতে হবে। ব্যাংক হিসাব খুলতে যে সব কাগজ পত্র লাগে শেয়ারে বিনিয়োগ হিসাব খুলতে হলেও সে সব কাগজ পত্র লাগবে। শেয়ার বাজারে সঞ্চয় বিনিয়োগ করতে চাইলে প্রাথমিক ধারণার জন্য "শেয়ার বাজার জিজ্ঞাসা" বইটি পড়তে পারেন। ০১৭৩০-৭০২১৬১ নম্বরে যোগাযোগ করে বইটি ঘরে বসে সংগ্রহ করতে পারবেন। শেয়ার বাজার সম্পর্কিত আরো জানতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর ওয়েবসাইটে (www.islctg.com) নিয়মিত শেয়ার বাজার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বলিত উত্তর দেওয়া হয়। এছাড়াও আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর যেকোন শাখা বা ইনফরমেশন সেন্টারে যোগাযোগ করে শেয়ারে বিনিয়োগ এর নানান খুঁটিনাটি বিষয় জেনে নিতে পারেন। আজকাল ঘরে বা অফিসে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা যায়। ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি ও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে হলে শেয়ার বাজার হতে পারে একটি গতিশীল উপাদান। উন্নত বিশ্বে তাই আছে।

১৯. সঞ্চয় বৃদ্ধির কয়েকটি দিক নির্দেশনা

১. প্রথমেই টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হোন, কেননা এক টাকা খরচ না করা আর এক টাকা উপার্জন করা একই কথা।

২. শুধুমাত্র একটি আয়ের উপর নির্ভর করা ঠিক না। তাই বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

৩. সঙ্গী নির্বাচনে কৌশলি হোন। কারণ ভাল একজন সঙ্গী অনেক ক্ষেত্রে আপনার উপকারে না আসলেও অপকার করবেনা।

৪. অনলাইনে বিকল্প আয়ের চেষ্টা করতে পারেন। যাকে বলে আউট সোর্সিং। বিষয় ভিত্তিক অনলাইন কোচিং সেন্টার করার চিন্তা করতে পারেন। অনলাইন ট্রেনিং সেন্টার করতে পারেন।

৫. দ্রুত ধনী হতে চাইলে স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে।

৬. বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী সমমনা হলে সঞ্চয় সহায়ক হয়।
৭. মাঝে মাঝে ভ্রমণ করুন। এটি আপনাকে কর্মউদ্যোমী করতে সাহায্য করবে।
৮. অবশ্যই প্ল্যান করে চলুন। ধরুণ আপনার অবস্থান থেকে আপনি আগামী ৫ বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমাতে চান। সেক্ষেত্রে সে অনুযায়ী প্ল্যান করুন।
৯. আয় বাড়লে সে অনুযায়ী ব্যয় বাড়াবেন না, আগের মতোই সাধারণ জীবন যাপন করুন।
১০. প্রতি মাসের সঞ্চয়কে খরচ হয়ে গেছে বলে ধরুণ এবং ভুলে যান যে আপনি সঞ্চয় করছেন। কখনো প্রয়োজন হলে সে সঞ্চয়ে হাত দিবেন না।

২০. Earning While Learning

এই ধারণাটা আমাদের দেশে নতুন। এর দুটি মূল কারণ। প্রথমত শিক্ষা ব্যবস্থায় Degree Level এ ভর্তি হতে হলে নিয়মিত ছাত্র হতে হবে। এইচ.এস.সি. পাশের পরে দুই এক বছর পড়ালেখায় বিরতি দিলে অনেক ক্ষেত্রে আর ভর্তির সুযোগ থাকেনা। কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ আছে কিন্তু প্রতিকূলতা বেশি। দ্বিতীয়ত কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব। কর্মের সুযোগ কম থাকার আরেকটি উপাদান হলো সমাজে শ্রমের মর্যাদার অবমূল্যায়ন। সব ধরণের কাজ আমরা করতে চাইনা। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তির শর্ত পুন:বিবেচনা করা লাগবে। Study break কে বাধা হিসেবে না ধরে অতিরিক্ত যোগ্যতা ধরা যায় কিনা দেখতে হবে। এইচ.এস.সি. লেবেল এর পর Earning and Learning এর সহাবস্থানের ক্ষেত্র তৈরী করা সময়ের দাবি। Earning While Learning এর সুযোগ হলে সঞ্চয় বাড়ানো যাবে। Earning এর ক্ষেত্র হিসেবে শুধু চাকুরিকে মাথায় রাখলে হবেনা। যে কোন ধরণের শ্রমকে Earning এর উপায় হিসেবে ভাবতে হবে। অনৈতিক, নিষিদ্ধ ও বিপদজনক কাজ শ্রমের মধ্যে রাখা যাবে না। কারণ-

- নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের জন্য Earning and Learning অবশ্য দরকার অন্যথায় অনেক মেধাবী ছাত্র Graduation নিতে পারেনা।

- ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ করার সময় ক্লাসরুমে পড়ার তুলনায় বেশি শিখে।
- ছাত্র অবস্থায় তারা শিখতে পারে। সেই সাথে শিক্ষা পরবর্তী কর্মজীবন ও এর পরিবেশ কেমন তা জানতে পারে ফলে এদের শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে যায়।
- Earning While Learning প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের কোন ধরণের Post Graduation দরকার সেটা বুঝতে পারে।
- ব্যাপক ভিত্তিক অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে Earning While Learning সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- প্রাথমিক কর্ম অভিজ্ঞতা ভাল অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের ভাল ক্যারিয়ার গঠন করতেও সাহায্য করে।

সম্পাদকমন্ডলী আশা করছে সঞ্চয় পুস্তিকাটি পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আইল্যান্ড পরিবারের প্রত্যাশা এই পুস্তিকাটি সুপাঠ্য হবে এবং পাঠকের কাছে এটির গ্রহণযোগ্যতা সময় ও কালের বিবর্তনে অব্যাহত থাকবে। আমাদের দেশে অনেকেই নিজেদেরকে গরিব, অস্বচ্ছল ও দুর্বল মনে করি কিন্তু আশা ও প্রত্যাশার জগতে নিজেদেরকে সবল ও সফলকাম ভাবতে অসুবিধা কোথায়? নিজেদেরকে স্বচ্ছল করে তোলার চেষ্টা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী এখনও স্বাবলম্বী নয়। এজন্য কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বাড়ানোর পাশাপাশি জাতীয়ভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। আমাদের আশা এই পুস্তিকাটি সমাজ ও জাতিকে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ দিক-নির্দেশনা দিবে এবং বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুখী জীবন গড়ার স্বপ্নের বীজ রোপন করবে।

শেয়ার বাজারের A B C

শেয়ার (Share) কী?

একটা কোম্পানির মোট মূলধনকে শেয়ার ক্যাপিটেল বলে। মোট মূলধন-এর টাকাকে ১০ টাকা হিসেবে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে মোট শেয়ার সংখ্যা বলে। একটি শেয়ার একটা কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ। যারা শেয়ার কিনবেন তারা ঐ কোম্পানির আংশিক মালিক হবেন। একটি কোম্পানির মোট ১০০টি শেয়ার থাকলে কেউ যদি ১০টি শেয়ার ক্রয় করেন তবে সে ওই কোম্পানির ১০ শতাংশের মালিক হবেন। শেয়ার নানা ধরণের হতে পারে। অর্ডিন্যারি শেয়ার (Ordinary Share) এবং প্রেফারেন্স শেয়ার (Preference Share)। অর্ডিন্যারি শেয়ারকে আমরা সংক্ষেপে শেয়ার বলি। আমাদের দেশে বর্তমানে অর্ডিন্যারি শেয়ারের প্রচলন বেশি। অবশ্য প্রেফারেন্স শেয়ারের প্রচলনও রয়েছে।

অর্থ বাজার কি ?

পৃথিবীর সকল দেশে লেনদেনের জন্য অর্থবাজার আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে অর্থ ব্যবস্থার দেখাশুনা করা। অর্থাৎ অর্থের যোগান, চাহিদা ও অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যাংকিং ব্যবস্থাও এর মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবাজারের নিয়ন্ত্রক। সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের অর্থবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

পুঁজিবাজার কি ?

পৃথিবীর সকল উন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশে পুঁজি বাজার আছে। আমাদের দেশেও পুঁজিবাজারকে কে বা কাহারা শেয়ার বাজার নাম দিয়েছেন। আরেক অর্থে শেয়ার বাজার বলতে শেয়ারের লেনদেন বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে লেনদেনকৃত পণ্য হলো শেয়ার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদি। স্টক এক্সচেঞ্জ এর কাজ-কারবার পুঁজি বাজারের প্রাণ। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক। সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রণালয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

ইনস্যুরেন্স ব্যবসার নিয়ন্ত্রক হলো Insurance Development and Regulatory Authority of Bangladesh (IDRA)

শেয়ার বাজারের কয়েকটি পরিভাষা

অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ইত্যাদির আলাদা আলাদা পরিভাষা রয়েছে। পুঁজিবাজারেরও অনেক পরিভাষা আছে। পরিভাষাগুলোর যথার্থ অর্থ জানা না থাকলে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত খবরাখবর, তথ্য উপাত্ত ও আলোচনার মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়না। পুঁজিবাজার ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রাসঙ্গিক কতগুলো পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো। এগুলোর প্রত্যেকটির মর্মার্থ বুঝতে পারলে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। কোন লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় তার পরিভাষায় কথা বলতে পারলে আলোচনায় বোঝা পড়া ভালো হয়।

EPS: Earning Per Share (শেয়ার প্রতি আয় বোঝায়)
PE : Price Earning Ratio (শেয়ার মূল্যের সাথে আয়ের অনুপাত)
Bonus : (টাকা ছাড়া শেয়ার)
Dividend : (মুনাফার অংশ)
AGM : Annual General Meeting
EGM : Extra Ordinary General Meeting
Index : (দরের ওঠা নামার সূচক)
B.O A/C : Beneficiary Owners Account
IPO : Initial Public Offering
CG : Corporate Governance (সুশাসন ব্যবস্থাপনা)
NAV : Net Asset Value (শেয়ার প্রতি সম্পদের পরিমান বোঝায়)
CSE : Chittagong Stock Exchange
DSE : Dhaka Stock Exchange.
DP : Depository Participant (যার মাধ্যমে বিও হিসাব খোলা হয়)
CDBL : Central Depository of Bangladesh Ltd (শেয়ার রাখার ভান্ডার)

BSEC : Bangladesh Securities and Exchange Commission (Regulator)
(পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান)
MF : Mutual Fund (যৌথ স্কিমে বিনিয়োগ)
BICM : Bangladesh Institute of Capital Market
(পুঁজি বাজার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)।
Right Share :(অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওয়া শেয়ার)
BSE : Bombay Stock Exchange

১) IPO-আইপিও ঃ যখন কোন কোম্পানি নিজের কোম্পানির শেয়ার বাজারে প্রথম বিক্রয় করে তাকে আইপিও বলে। আইপিও একবারই হয়। বৎসরে ১৫-২০ টি কোম্পানি আইপিওতে আসতে দেখা যায়।

২) Right Share ঃ একই কোম্পানি যদি দ্বিতীয়বার পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে ঐ কোম্পানি রাইট শেয়ার অফার করে। এই টাকা বর্তমান শেয়ারধারিদের থেকেই নিতে হয়।

৩) RIPO ঃ যখন একই কোম্পানি দ্বিতীয়বার সাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করতে চায় তাকে রিপিট আইপিও বলে। আইপিওতে ঝুঁকি কম লাভ বেশি কিন্তু চাইলে পাওয়া যায় না। ক্রেতা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে বরাদ্ধ দেওয়া হয়। IPO, Right Share, RIPO এসবকে প্রাইমারি বাজার বলে।

৪) Secondary Market ঃ প্রাইমারি বাজার থেকে যাহারা শেয়ার ক্রয় করে নানা কারণে তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করে দেন। পুনরায় অন্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে থাকেন। এই ক্রয় বিক্রয় Stock Exchange এর মাধ্যমে অনলাইনে হয়। কয়েকটি টিভি চ্যানেলে শেয়ার বেচা-কেনার দর দেখানো হয়। প্রায় প্রতিটি জাতীয় দৈনিকে পরের দিন শেয়ারের নাম, ক্রয় বিক্রয়, পরিমাণ, তার আগের দিনের দর ইত্যাদি নানা তথ্য ছাপানো হয়।

৫) Stock Exchange ঃ বাংলাদেশে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ আছে। একটি ঢাকাতে অন্যটি চট্টগ্রামে। ঢাকা চট্টগ্রামে অবস্থিত হলেও কেউ চাইলে দেশের

যেকোন স্থান থেকে তালিকাভূক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে।

৬) শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করতে হলে সরাসরি Stock Exchange থেকে ক্রয় বা বিক্রয় করা যাবেনা। প্রথমে Stock Exchange এর সনদ প্রাপ্ত TREC হোল্ডারের শাখা বা ইনফরমেশন সেন্টারে গিয়ে দুটি হিসাব খুলতে হবে। একটিকে Trading বা ID হিসাব বলে। এতে অর্থের লেনদেন ও শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব ক্রম অনুসারে স্বয়ংক্রিয় ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর একটিকে বেনিফিসিয়ারি ওনার্স হিসাব বলে। যদিও এটি TREC holder এর অফিসের মাধ্যমে খোলা হয় এটি মূলত CDBL নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। এতে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় সংখ্যা ও মজুদ সংখ্যা লিপিবদ্ধ রাখা হয়। ক্রয় করলে জমা হয় বিক্রয় করলে বাদ দেওয়া হয়। TREC হোল্ডারের অফিস থেকে যেকোন সময় উভয় হিসাবের কপি নেওয়া যায়। উভয় হিসাব খুলতে হলে ব্যাংকে হিসাব খুলতে যে সকল কাগজপত্র প্রয়োজন সে সকল কাগজপত্রই লাগবে।

৭) শেয়ার ক্রয় করতে চাইলে TREC holder এর অফিসে বা তাদের ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দিতে হবে। বিক্রয় করা টাকা নিতে চাইলে একই ভাবে নগদ বা চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে করা যাবে। তবে এর জন্য রিক্যুইজিশান দিতে হবে।

৮) জমিজমা ক্রয় করলে মালিকানার দলিল পাওয়া যায়। কোম্পানির আংশিক মালিকানা (অর্থাৎ শেয়ার) কিনলে মালিকানার দলিল পাওয়া যায়। এটিকে শেয়ার সার্টিফিকেট বলে। এটি কোম্পানি কর্তৃক দেওয়া হয়। অতীতে কাগজের সার্টিফিকেট দেওয়া হতো। হাত বদলের হিসাব সার্টিফিকেট এর পিছনের পৃষ্ঠায় লিখা হত। বর্তমানে CDBL এ ডিজিটালি রাখা হয়। চাইলে ওরা কাগজে সার্টিফিকেট দিয়ে দিবে।

৯) Companies Act 1994, Demutualization Act-2013 , Securities and Exchange Commission Act- 1993, CDBL Act-1999, Banking Companies Act-1991, Insurance Act-2010 এবং এই সব আইনের অধীনে প্রণিত ১৫/২০ টি রুলস পুঁজিবাজারের সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও শেয়ার ক্রয় বিক্রয়,

দলিল সংরক্ষণ, টাকা আদান প্রদান ইত্যাদি পরিচালিত হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্যাবদি পুঁজিবাজার বিষয়ে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমেরকোন পর্যায়ে তেমন পড়ানো হয় না। দেশের উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ পুঁজি বাজারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আসতে পারে যদি আমরা একটি দক্ষ পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে পারি।

১০) BICM (www.bicm.ac.bd) ঃ বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর সীমিত আকারের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এই কর্মকান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করা উচিত। পাঠ্যপুস্তকে পুঁজিবাজার শিক্ষাকে যুক্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা চলছে।

১১) অনেকের ধারণা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে অনেক টাকা লাগে। ৬০০০/৭০০০ টাকা হলে আইপিও দিয়ে শুরু করা যায়। সেকেন্ডারি মার্কেট শুরু করতে হলে ২০,০০০/২৫,০০০ টাকা দিয়ে শুরু করা যায়। বেশি টাকা হলে ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

১২) নতুন বিনিয়োগকারীর জন্য পরামর্শ থাকল আইপিও এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ড দিয়ে শুরু করা। পড়াশুনা ও কম বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতা হলে বড় আকারে বিনিয়োগে যেতে পারা যায়।

১৩) মৃত্যুর পর জায়গা জমি, বাড়িঘর, ব্যাংকে জমা টাকার উত্তরাধিকারী হয় ওয়ারিশগণ। শেয়ারে বিনিয়োগ থাকলে তার কি অবস্থা হবে ? বিনিয়োগকারী CDBL এ হিসাব খোলার সময় উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে হয়। তার ছবি ও স্বাক্ষর সংরক্ষণে রাখা হয়। বিনিয়োগকারীর অবর্তমানে নমিনি শেয়ারের মালিক হবে। একের অধিক উত্তরাধিকারী দেওয়া যায়। উত্তরাধিকারী পরিবর্তন করা যায়। জীবদ্দশায় শেয়ার গিফট করা যায়।

১৪) শেয়ার কত দিন রাখা যাবে ? ভালো কোম্পানির শেয়ার দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করলে লাভ বেশি হয় এবং ঝুঁকিও কম থাকে। তবে বিনিয়োগকৃত শেয়ারের অবস্থা খারাপ দেখলে বিক্রয় করে অন্য ভালো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা উচিত। বিনিয়োগকৃত সম্পদের নিজে দেখা শুনা করতে পারেন চাইলে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান মার্চেন্ট ব্যাংককে দায়িত্ব দিতে পারেন।

১৫) পুঁজিবাজারে শেয়ারে বিনিয়োগ করলে লাভ কি ? দুই ধরণের লাভ হয়। একটি হলো ক্রয় দর ও বিক্রয় দরের উঠা নামার ফলে লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুচিন্তিত বিক্রয় করে লাভ তুলে নেওয়া যায়। অন্যটি হলো কোম্পানির বছর শেষে লাভের অংশ। পুঁজিবাজারের ভাষায় একে ডিভিডেন্ড বলে। ২০১৯ সালের বাজেটে ডিভিডেন্ড আয়ের উপর আয়কর মওকুফ ও রেয়াত এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৬) আমাদের পুঁজিবাজারে ১৯টি খাতে তালিকাভূক্ত কোম্পানির সংখ্যা ৩৪২ টি । এর মধ্যে ৩০টি ব্যাংক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনিস্টিটিউট-২৩ টি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩৭টি, ইঞ্জিনিয়ারিং ৩৬টি, ফুড এন্ড এলাইড প্রডাক্ট ১৮টি, ফুয়েল এন্ড পাওয়ার-১৯টি, জুট-৩টি, টেক্সটাইল-৫০টি, ফার্মাসিউটিক্যালস ২৯টি, পেপার এন্ড প্রিন্টিং ২টি, সার্ভিসেস এন্ড রিয়েল এস্টেট ৪টি, সিমেন্ট ৭টি, আইটি সেক্টর ৮টি, টেনারী ৬টি, সিরামিক ৫টি, ইন্সুরেন্স ৪৭টি, টেলিকমিউনিকেশন ২টি, ট্রাভেল এন্ড লেইজার ৪টি, বিবিধ ১২টি। এই সব কোম্পানির শেয়ার বাজার থেকে ক্রয় করা যায়।

১৭) পুঁজিবাজারকে অনেকে নির্দয় বলে থাকেন। ভালোভাবে বুঝে বিচার বিশ্লেষণ করে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ শুরু করতে হয়। ভয় ও লোভ দুইটিই বিনিয়োগকারীর ক্ষতি করতে দেখা যায়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী উভয়কে এড়িয়ে চলতে হবে।

১৮) শেয়ার বাজার সম্বন্ধে হালনাগাদ খবরা খবর পেতে হলে ডিএসই ওয়েবসাইট- www.dsebd.org, সিএসই ওয়েবসাইট- www.cse.com.bd, আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর ওয়েবসাইট-www.islctg.com লগইন করুন। দৈনিক হালচালের জন্য দেখতে পারেন ETV- তে একুশে বিজনেস (সকাল ১১.০০ থেকে ১২.০০ টা থেকে পর্যন্ত) এবং Ntv- তে মার্কেট ওয়াচ (দুপুর-১২.৩০ টা থেকে ১.৩০ পর্যন্ত)।

বর্তমানে যাকে যেই অবস্থানে দেখছেন এরা জীবনের শুরুতে আপনার আমার চেয়েও খারাপ অবস্থানে ছিল। - মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এফসিএমএ

- শ্রীলংকার সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রেমাদাসা বস্তিতে বেড়ে উঠেছিলেন।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক সময় চা বিক্রেতা ছিলেন।
- বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী এ পি জে আবুল কালাম অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে এসেছিলেন।
- ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজর শ্রমিক ছিলেন।
- বাংলাদেশের আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা হাওড়া ব্রিজের নিচে কমলা ফেরি করতেন।
- আজাদ প্রোডাক্টস এর মালিক আজাদ সাহেব ফুটপাতে কার্ড বিক্রি করতেন।
- আর পি সাহা প্রথম জীবনে কুলি ছিলেন।
- হিটলার প্রথম জীবনে সাধারণ সৈনিক ছিলেন, তাঁকে অনেক অবজ্ঞা অবহেলা সহ্য করতে হয়েছিল।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর আতিউর রহমানের পড়ার খরচ উঠে এসেছিল বাজার থেকে চাঁদা তুলে।
- নেলসন মেন্ডেলার পুরো যৌবন কেটেছে জেলের ভিতর, পরে তিনিই হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট।
- আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সুবিধা ভোগীদের থেকে সুবিধা বঞ্চিতরাই বেশী সফল।
- দুনিয়ায় শত শত সফল মানুষ আছে যারা প্রথম জীবনে অনেক খারাপ অবস্থায় ছিলেন। বর্তমান বিলিওনিয়রদের ৯০%-ই জিরো থেকে উঠে আসা।
- বিল গেটস্, ওয়ারেন বাফেট, স্টিভ জবসদের দেখুন তারা জীবনের একটা পর্যায়ে আপনার চেয়ে অসহায় অবস্থায় ছিলেন।
- বিশ্বব্যাপী আজ শিশুদের পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয় বিল গেটস এর টাকায়।

তাই কখনোই হতাশ না হয়ে, পরিশ্রম করে সামনে এগিয়ে গেলে আপনি একদিন সফলতার সিঁড়ি বেয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে পারবেন অনন্য উচ্চতায়।

সঞ্চয়বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ এর মাধ্যমে ঘরে বসে কিভাবে ব্যাংক, বীমা, সিমেন্ট, ঔষধসহ অন্যান্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা যায়। এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন আপনার নিকটবর্তী আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লি. এর যেকোন ইনফরমেশান সেন্টারে

রাঙ্গামাটি ইনফরমেশন সেন্টার
এস আর টাওয়ার (৩য় তলা), ১০৭
শহীদ আবদুল রশীদ সড়ক, বনরূপা
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৮

ফটিকছড়ি ইনফরমেশন সেন্টার
নজরুল শপিং কমপ্লেক্স, (৩য় তলা),
কলেজ রোড, বিবিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৩

কেরানীহাট ইনফরমেশন সেন্টার
সানমুন শপিং সিটি (৩য় তলা), কেরানীহাট,
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪১,০১৭৩০-৭০২১৩১

কক্সবাজার ইনফরমেশন সেন্টার
সিটি সেন্টার, (২য় তলা), ১০০২ পূর্ব বাজারঘাটা
কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইনফরমেশন সেন্টার
আলাউল্লাহ ভবন (৩য় তলা),
হোল্ডিং নং-১৩৪/১, বাতেনখাঁর মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৭

হাজিগঞ্জ ইনফরমেশন সেন্টার
কেনাকাটা মার্কেট, (৪র্থ তলা), মেইন রোড
হাজিগঞ্জ মধ্য বাজার, চাঁদপুর।
মোবাইল: ০১৭০৮-৭০২১৩২

লক্ষ্মীপুর ইনফরমেশন সেন্টার
ডা: শাহ আলম চৌধুরী শপিং কমপ্লেক্স,
সিটি মেইন রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪০

ভোলা ইনফরমেশন সেন্টার
মাওলানা মমতাজুল করিম এর বিল্ডিং (৩য় তলা)
৬৪৫/৬৪৬ চকবাজার, ৬নং ওয়ার্ড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা।
মোবাইল : ০১৮৪৪-৪৮৩৮৯২

ফুলতলা ইনফরমেশন সেন্টার
আমির টাওয়ার (৩য় তলা), ফুলতলা বাজার,
খুলনা হাইওয়ে, খুলনা।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৩৯

সাতক্ষীরা ইনফরমেশন সেন্টার
নূর সুপার মার্কেট, ১৭৬২/৩, শহীদ নাজমুস স্বরনী,
(নতুন ডিসি অফিসের সামনে) সাতক্ষীরা।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৬

সিরাজগঞ্জ ইনফরমেশন সেন্টার
মেট্রোপ্লাজা (৩য় তলা), এস. এস. রোড, সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৪

ঝিনাইদহ ইনফরমেশন সেন্টার
মালিতা প্লাজার (৪র্থ তলা)
১৭ শেরে বাংলা সড়ক (পায়রা চত্বর),
ঝিনাইদহ। মোবাইল:০১৭০৮-১৫৮৫৪৯

উল্লাপাড়া ইনফরমেশন সেন্টার
গোলাম আম্বিয়া সুপার মার্কেট (২য় তলা),
উল্লাপাড়া বাস স্ট্যান্ড, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭০৮-১৫৮৫৫০

বন্দরটিলা ইনফরমেশন সেন্টার
শাহপ্লাজা (২য় তলা), ২৪৫৮ বন্দরটিলা
দক্ষিন হালিশহর, ইপিজেড চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৩০-০৪২৯১৮

সৈয়দপুর ইনফরমেশন সেন্টার
বাবুয়ালি কমপ্লেক্স (১ম তলা)
শের-ই বাংলা রোড, সৈয়দপুর।
মোবাইল : ০১৭০৮-১৫৮৫৫২

নেত্রকোনা ইনফরমেশন সেন্টার

বিনিয়োগের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর যে কোন শাখায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্পোরেট অফিস
ফারুক চেম্বার (৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ তলা), ১৪০৩
শেখমুজিব রোড, চৌমুহনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-৭১১২২০, ৭১২৪৫৫, ২৫২৬৩১৮-১৯
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯০৩, ০১৭৩০৭০২১৬১

কর্পোরেট এক্সটেনশন অফিস
আখতারুজ্জামান সেন্টার (লেভেল ৭)
আগ্রাবাদ সি/এ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৭৬৬-৬৮
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯৩০

শাহ্ আমানত শাখা
২৩, ২৯ শাহ্ আমানত সিটি কর্পোরেশন
মার্কেট(৪র্থ তলা), জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-২৮৫১৮৫৩, ২৮৫১৮৫৭, ৬১৯২৪৪
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯১৭

বহদ্দারহাট শাখা
স্বজন সুপার মার্কেট (৪র্থ তলা), ১০৫৩, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-৬৫৫৫৯০, ২৫৫০৬১২-৩
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯০৬।

হাটহাজারী শাখা
জেড এন্ড জি শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা),
হাটহাজারী বাস স্ট্যান্ড, নাজিরহাট
রোড,হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৬০১৫৮০-১।
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯০৭

সীতাকুন্ড শাখা
নিবিড় বিপনি বিতান, (৩য় তলা),
হোল্ডিং নং-২১২, থানা- সীতাকুন্ড
জেলা- চট্টগ্রাম,
ফোন: ০৩০-২৮৫৬৪৮০-১
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯০৯

চকোরিয়া শাখা
চকোরিয়া সুপার মার্কেট(৪র্থ তলা), চিড়িঙ্গা
চকোরিয়া, কক্সবাজার।
ফোন: ০৩৪২২-৫৬২৬২-৪।
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯৩৭, ০১৭৩০০৪২৯১৬

চৌমুহনী শাখা
হোসেন মার্কেট (৪র্থ তলা), ডি. বি রোড,
চৌমুহনি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
ফোন: ০৩২১-৫৩৬৪৭-৮, ৫৬১০৮,
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯১১

মাইজদী শাখা
নাসির ব্রাদার্স ভবন (৩য় তলা), ১৪৫৯
মেইন রোড, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী,
ফোন: ০৩২১-৭১৩১০-১২।
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯১৫

খুলনা শাখা
মল্লিক শপিং কমপ্লেক্স (৫ম তলা),
৯৯ খান ই সবুর রোড, খুলনা।
ফোনঃ ০৪১-৭২৫৭০৬
মোবাইল: ০১৭৩০৭০২১৮৩

ঢাকা আঞ্চলিক অফিস-সেগুন বাগিচা
স্কাই ভিউ ওসান, স্যুইট বি২- (৩য় তলা),
৩৮ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৮৩৯১১৫-৮
মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯০৪, ০১৭৩০০৪২৩৩৯

মতিঝিল শাখা
ভুইয়া ম্যানশন (৬ষ্ঠ তলা),
৬ মতিঝিল সি/এ, মতিঝিল, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৫১৩৪০৫-৬,
মোবাইল: ০১৭৩০৭০২১৭৯।

ধানমন্ডি শাখা
ইষ্টার্ন এলিট সেন্টার, স্পেস নং-৪/৪
(৫ম তলা), ৫০ সাত মসজিদ রোড
ধানমন্ডিআর/এ, ঢাকা-১২০৯,
ফোন: ০২-৮১৪১৯৪৮, ৯১২৯২০০।
মোবাইল: ০১৭৩০৭০২১৪৪ ।

ফার্মগেট শাখা
সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড, (১৩ তলা)
রুম নং-১২ডি, ১৪/এ ৩১/এ
তেজকুনী পাড়া (ফার্মগেট পুলিশ বক্স
এর বিপরীতে) তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০২-৯১৪৩৭৮১
মোবাইল: ০১৭৩০৭০২১৬৭

উত্তরা শাখা
উইন্ড ফাওয়ার, ফ্যাট-৩ই, হাউজ নং-৩০,
সোনারগাঁ জনপথ রোড, সেক্টর- ১১,
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৭৯১৩৮৬১-২
মোবাইল: ০১৭৩০৭০২১৬২

হবিগঞ্জ শাখা
"খাজা গার্ডেন সিটি"(৪র্থ তলা), টাউন হল
রোড, হবিগঞ্জ। ফোন: ০৮৩১-৬৩১০২-৩
মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৮০

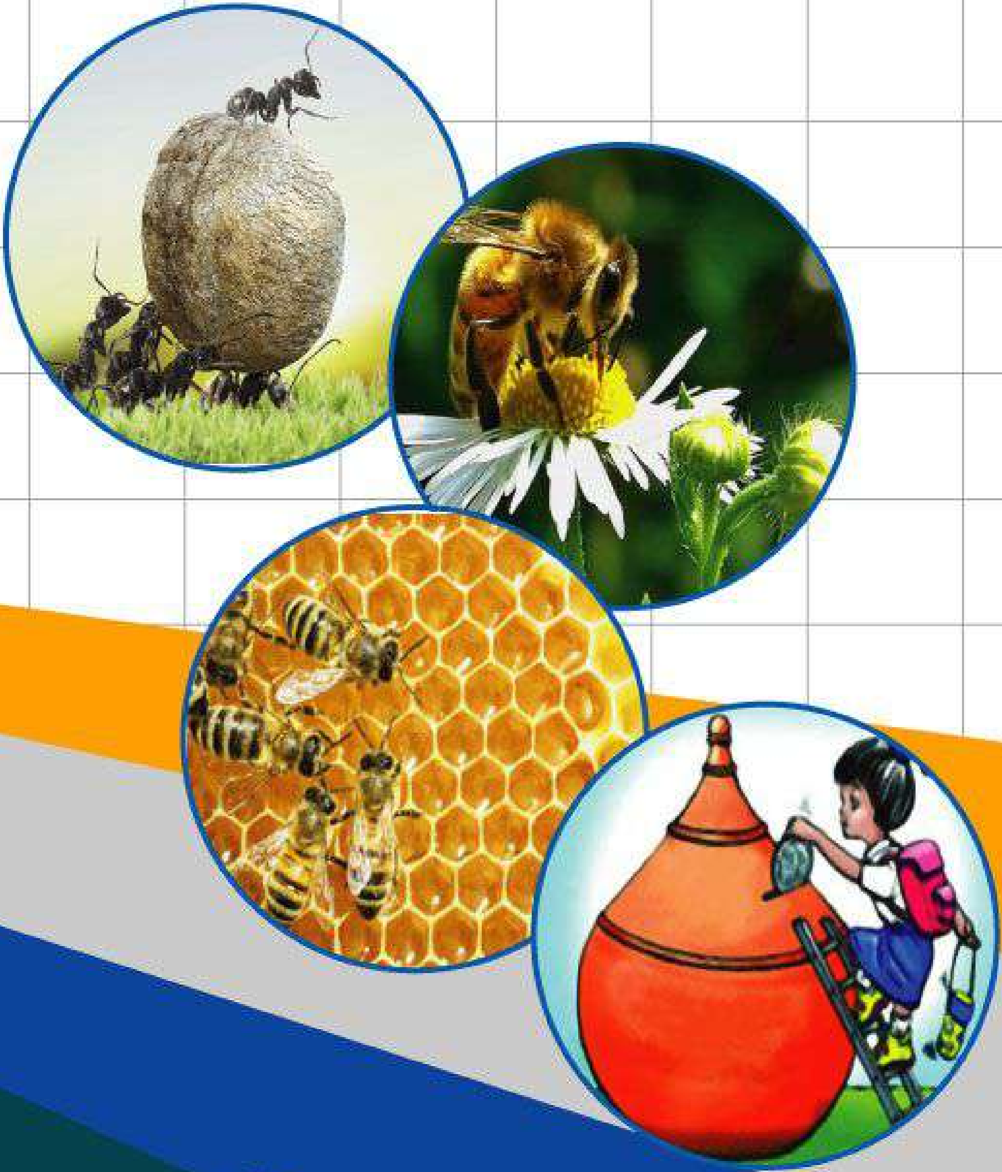

পিপিলিকা তার শরীরের ১০ গুণ
ভারি কিছু বহন করতে সক্ষম

এক ফোটা মধুর জন্য একটি মৌমাছিকে
দুইশটা ফুলে বসতে হয়

যে কোন বয়সে সঞ্চয়
শুরু করা যায়